ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 43 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৯৯ ● কলকাতা ● ০৬ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● বুধবার ● ২৩ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব ৪

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সংক্রামিত করে তাকে বাড়িয়ে দেন। তাঁরা ধ্যানের সময় সংবেদনার মাধ্যমে সম্পর্ক করে তাঁদের দিব্য শক্তিকে সংক্রামিত করতেন। তাদের দিব্য শক্তি লক্ষ লক্ষ লোক পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য তারা স্বামীজীকে মাধ্যমের রূপে চাইতেন।

নিজের জ্ঞান অন্যদের বিতরণের শুদ্ধ ইচ্ছা স্বামীজীর আছে- এই কথা সদগুরুরা জেনেছিলেন আর সেইজন্য সদ্গুরুদের কৃপায় তাঁর সব কিছু গ্রহণ করার আর সংকলন করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। আগে প্রগতি করার দৃঢ়-সংকল্প দেখে এক সদ্গুরু বলেন, তোমার কাছে সময়ের সম্পত্তি আছে আর সমাজে গিয়ে এই জ্ঞান বিতরণের সময়ও আছে। দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমার কাছে আর সময় বাঁচেনি। তুমি আমার সমগ্র জ্ঞান প্রাপ্তকরবে আর আমার থেকেও ভালভাবে কাজ সম্পন্ন করবে।

স্বামীজী সাধকদের যা কিছু বিতরণ করছেন সেইসব তাঁর একই জায়গা থেকে বা একই পর্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হয়নি। এই গ্রন্থমালিকা স্বামীজী তাঁর গুরুদের আদরাঞ্জলী রূপে অর্পণ করেছেন। তাদের থেকে প্রাপ্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য স্বামীজী তাঁদের কাছে ঋণী। সদ্গুরুরা তাঁকে বিশ্বচেতনা পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। স্বামীজী নিজের নিবেদনে বলেছেন যে, সাধকদের কাছে যে ঈশ্বরীর শক্তি পৌঁছানোর ছিল তা স্বামীজীকে দিয়ে তারা (গুরুরা) লিখিয়ে নিয়েছেন।

পরিচয়ের শেষে স্বামীজীর কথায় আমি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সফর করেছি যার থেকে আমি এক আলোকস্তম্ভ (লাইট হাউস) হতে পেরেছি আর আধ্যাত্মিক সত্যের প্রাপ্তির জন্য আপনাদের মার্গদর্শন করতে পেরেছি।

সী. ওয়াই. রামাণী

শ্রেয়ারামাণী

নাড্ডার উপর রাগ করে উপরাষ্ট্রপতির পদ ছাড়লেন জগদীপ ধনখড়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়া দিল্লি: সোমবার রাতে হঠাৎ করেই পদত্যাগ করেছেন দেশের উপরাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। ২০২২ সালে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া ধনখরের মেয়াদ ২০২৭ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল। তিনি দেশের তৃতীয় উপরাষ্ট্রপতি যিনি নিজের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারলেন না। সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কার্য উপদেষ্টা কমিটির (বিএসি) দ্বিতীয় বৈঠক বিকেল ৪.৩০ মিনিটে সংসদের কার্যক্রমের মাঝামাঝি সময় অনুষ্ঠিত হয়।রাজ্যসভার সংসদ নেতা জেপি নাড্ডা বিএসি সভায় যোগ না দেওয়ার বিষয়ে স্পষ্টীকরণ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি এবং কিরেন রিজিজু বিকেল ৪.৩০ টায় উপরাষ্ট্রপতির ডাকা বৈঠকে যোগ দিইনি কারণ আমরা অন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এই বিষয়ক তথ্য আগে মাননীয় উপরাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।"সেখানে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী এল মুরুগান উপস্থিত ছিলেন। মুরুগান চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়কে

এরপর ৩ পাতায়

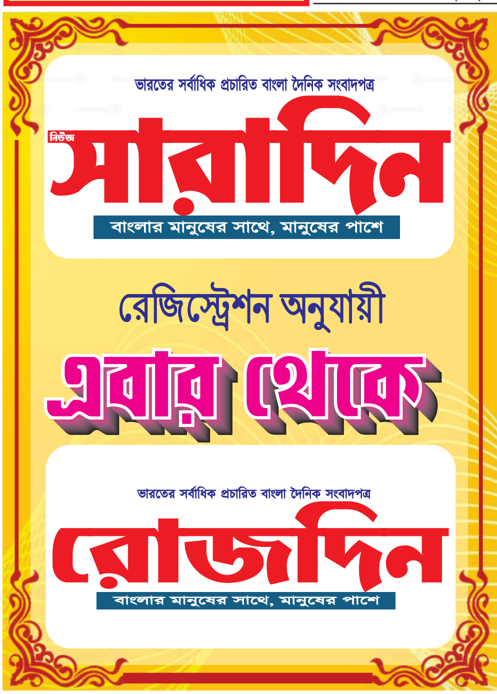

অ্যালোপ্যাথি এবং যোগের সমন্বয়: চিকিৎসার সাফল্যের হার বৃদ্ধি

কলকাতা ২২ জুলাই ২০২৫

যোগব্যায়াম কেবল একটি সাংস্কৃতিক উৎসব নয়, বরং আধুনিক জীবনযাত্রায় স্বাস্থ্য অর্জনের একটি বৈজ্ঞানিক উপায় হয়ে উঠেছে। চিকিৎসার দৃষ্টিকোণ থেকে, যোগব্যায়াম অনেক রোগ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে।

ডাঃ. পরিজাত দেবচৌধুরী এমবিবিএস, এমডি, এফএসসিএআই, ডিএনবি, কনসালট্যান্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট কলকাতা বলেন, "যোগব্যায়াম কেবল শরীরকে নমনীয় করার মাধ্যম নয়, এটি আমাদের মন ও আত্মার ভারসাম্যও বজায় রাখে। আজকের দ্রুতগতির জীবনে, আমাদের দৈনন্দিন রুটিনে যোগব্যায়ামকে অন্তর্ভুক্ত করা সময়ের দাবি। এটি প্রমাণ করার জন্য, শহরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে রোগীদের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদের জন্য যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সকল অংশগ্রহণকারী শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার গুরুত্ব বোঝার এবং যোগব্যায়ামের মাধ্যমে তা শক্তিশালী করার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রশিক্ষণ অধিবেশনটি একজন সার্টিফাইড যোগ প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যা অংশগ্রহণকারীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যোগব্যায়ামের পদ্ধতি এবং উপকারিতা জানার সুযোগ করে দিয়েছিল। এই ধরনের উদ্যোগগুলি কেবল মানুষকে সচেতনই করে না, বরং তাদের একটি উন্নত জীবনধারা গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে।" ডাঃ দেবচৌধুরী আরও বলেন যে বর্তমান জীবনযাত্রায় মানসিক চাপ, ভারসাম্যহীন খাদ্যাভ্যাস এবং অনিয়মিত রুটিনের কারণে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা এবং মানসিক ব্যাধির মতো রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে নিয়মিত যোগব্যায়াম অনুশীলনের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে এবং এটি জীবনের মানও উন্নত করে। প্রাণায়াম এবং ধ্যানের মতো যোগব্যায়াম কেবল হৃদস্পন্দনকে ভারসাম্যপূর্ণ করে না এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং স্ট্রেস হরমোন (কর্টিসল) এর মাত্রাও কমায়। এটি হৃদয়কে সুস্থ রাখে এবং মানসিক শান্তি প্রদান করে। তিনি আরও বলেন যে আজ মানসিক স্বাস্থ্য একটি বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে এবং যোগব্যায়াম এর একটি শক্তিশালী সমাধান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে, অনেক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল সমন্বিত চিকিৎসার দিকে কাজ করছে, যেখানে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের পাশাপাশি যোগব্যায়াম, ধ্যান এবং জীবনধারার উন্নতিকে চিকিৎসার একটি অংশ করা হচ্ছে। এটি কেবল চিকিৎসার সাফল্যের হার বৃদ্ধি করে না, বরং রোগীদের আরোগ্য লাভকে আরও কার্যকর করে তোলে। পরিশেষে, বার্তা দেওয়া হয়েছিল যে যোগব্যায়াম একদিনের প্রক্রিয়া নয়, বরং একটি দীর্ঘমেয়াদী জীবনধারা। সমাজের প্রতিটি অংশকে যোগব্যায়াম এবং প্রাকৃতিক জীবনধারার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে একটি সুস্থ, সুষম এবং সচেতন সমাজ তৈরি করা যেতে পারে।

নীতিশ কুমার হতে পারেন ভারতের ১৫তম উপ-রাষ্ট্রপতি! এনডিএ-তে জোর জল্পনা

বেবি চক্রবর্তী: দিল্লী

ধনখড়ের আকস্মিক পদত্যাগ। ২১ জুলাই ২০২৫-এ উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় স্বাস্থ্যজনিত কারণে পদত্যাগ করেছেন—এই খবরটি সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই এসেছে ।

তাঁর পদত্যাগ চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন—"স্বাস্থ্যসেবা অগ্রাধিকার এবং চিকিৎসা পরামর্শ মেনে চলার জন্য"—এর ফলে তিনি বর্তমান পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন । পার্লামেন্টে পরবর্তী অবস্থা তার পদত্যাগ পত্র পড়ার পর, প্রেসিডেন্ট মুর্মু তাঁর পদত্যাগ

এরপর ৬ পাতায়

শিলিগুড়িতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা,নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে উদ্ধার ৫৬জন যুবতী

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,শিলিগুড়ি

এনজেপি স্টেশন থেকে পাটনা অভিমুখে যাওয়া ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস থেকে ওই যুবতীদের উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি জিআরপি এবং আরপিএফ। সোমবার রাতে ওই যুবতীদের উদ্ধার করে তাদের পরিবারকে ডেকে পরিবারের হাতে প্রত্যেককে তুলে দেওয়া হয়।জানা গিয়েছে, আইফোন কোম্পানিতে কাজের টোপ দিয়ে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার এবং ডুয়ার্সের বেশ ৫৬জন যুবতীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিহারকিন্তু সবচেয়ে অবাক করা বিষয় ওই যুবতী এবং তাদের পরিবারকে বলা হয়েছিল ওই যুবতীদের কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ব্যাঙ্গালোরে। কিন্তু তাদের নিউ

জলপাইগুড়ি স্টেশনে নিয়ে এসে তোলা হয় এনজেপি পাটনা ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস এ। আরেকটি চাঞ্চল্যকর বিষয়, কারো কাছেই ছিল না টিকিট, প্রত্যেকের হাতেই মেরে দেওয়া হয়েছিল কোচ নাম্বার এবং বার্থ নাম্বারের সিল।সোমবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন জিআরপি এবং আরপিএফ ট্রেন তল্লাশি চালানোর সময় ওই যুবতীদের একসাথে দেখেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। একসাথে এত যুবতী যাচ্ছে কোথায়, বিষয়টি নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে নিউ জলপাইগুড়ি জিআরপি এবং আরপিএফ এর। এরপর দফায় দফায় শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। জানা যায় ওই যুবতীদের এবং তাদের পরিবারকে বলা হয়েছে একটি বেসরকারি কোম্পানি যার নাম আইফোন বাঙ্গালোরে নাকি ওই কোম্পানিতে তাদের চাকরি দেওয়া হবে। এরপরেই আরও সন্দেহ বাড়ে জিআরপি এবং আরপিএফ এর। কারণ, তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর, কিন্তু তোলা হয় বিহারের ট্রেনে,কেন?এরপর ওই যুবতীরা জানায়, কলকাতার বাসিন্দা জিতেন্দ্র পাশওয়ান এবং শিলিগুড়ির চন্দ্রিকা তাদের নিয়ে যাচ্ছেন। এরপর আরপিএফ এবং

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

নাড্ডার উপর রাগ করে উপরাষ্ট্রপতির পদ ছাড়লেন জগদীপ ধনখড়

পরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবারের জন্য সভা পুনঃনির্ধারণ করার অনুরোধ করেন। তারপরেই ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ধনখড়।

কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে রাজ্যসভার নেতা জেপি নাড্ডা এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর অনুপস্থিতিতে জগদীপ ধনখড় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। কিছুদিন আগেই বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটি দুবার বৈঠক করেছে, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। কংগ্রেস সাংসদ সুখদেব ভগতও বিএসি বৈঠকে জেপি নাড্ডা এবং কিরেন রিজিজুর অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। উপরাষ্ট্রপতি ধনখড়ের পদত্যাগকে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত করে তিনি বলেন যে ধনখড়ের পদত্যাগের স্ক্রিপ্ট আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, "জেপি নাড্ডা সংসদে বলেছিলেন যে আমার কথা রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করা হবে। এটি চেয়ারপারসনের প্রতি সরাসরি অপমান।"

কংগ্রেস সাংসদ আরও বলেন যে বিজেপি নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেয়। বিহারের নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান বিহার থেকেই রয়েছেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে বিজেপি হরিবংশকে উপরাষ্ট্রপতি করতে পারে। সুখদেব ভগত আরও অভিযোগ করেছেন যে বিজেপি ধনখড়কে হয়রানি করেছে এবং তাঁর উপর নানা শর্ত আরোপ করার চেষ্টা করেছে।

কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা জয়রাম রমেশও এই দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি X হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বলেন, দুপুর ১২:৩০ মিনিটে জগদীপ ধনকড় রাজ্যসভার বিএসি-তে ভাষণ দিয়েছেন। এই বৈঠকে সংসদের নেতা জেপি নাড্ডা এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সহ বেশিরভাগ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর, কমিটির পরবর্তী সভা বিকাল সাড়ে চারটেই আবার অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রমেশ বলেন, "বিকেল ৪:৩০ মিনিটে কমিটির সদস্যরা আবার বৈঠকের জন্য জড়ো হন। সবাই নাড্ডা এবং রিজিজুর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা আসেননি। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হল জগদীপ ধনকড়কে ব্যক্তিগতভাবে জানানো হয়নি যে উভয় মন্ত্রী বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন না।"

তিনি বলেন, এটা স্পষ্ট যে গতকাল দুপুর ১টা থেকে ৪:৩০ মিনিটের মধ্যে গুরুতর কিছু ঘটেছে, যার কারণে জেপি নাড্ডা এবং কিরেন রিজিজু ইচ্ছাকৃতভাবে সন্ধ্যার সভায় যোগদান করেননি। রমেশ বলেন, জগদীপ ধনকড় নিয়ম, পদ্ধতি এবং ডিসিপ্লিনের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। কিন্তু তিনি অনুভব করছিলেন যে তাঁর ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি ক্রমাগত উপেক্ষা করা হচ্ছে।

রাজ্যের উপর নির্ভরশীল থাকবে না মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিহারে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই বাংলায় বিরাট পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরকে রাজ্য সরকারের অধীন থেকে স্বতন্ত্র করতে চেয়ে মুখ্য সচিবকে চিঠি দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।তৃণমূলের অভিযোগ, কমিশনের এই পদক্ষেপ আসলে ঘুরপথে এনআরসির চেষ্টা। বেছে বেছে বিরোধী ভোটারদের এবং সংখ্যালঘুদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। একদিন আগেই একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রী দাবি করেছেন, "যেভাবে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিচ্ছে, সেটা সুপার এমার্জেন্সির শামিল। বাংলার একজনের নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লে আন্দোলন হবে। দরকারে দিল্লিরাজের পতন ঘটাতে হবে। দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন হবে। কমিশনের দপ্তর ঘেরাও হবে।" বস্তুত, বাংলায় সমীক্ষা করতে চাইলে রাজ্য সরকার যে সহযোগিতা করবে না সেটা মমতার ওই বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে যায়। তারপরই CEO'র দপ্তরকে পৃথক করতে চেয়ে চিঠি দিয়ে গেল নবান্নে।কমিশনের তরফে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে লেখা চিঠিতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরকে 'স্বতন্ত্র' করার কথা বলা হয়েছে।নির্বাচন কমিশনের ওই 'নির্দেশ' কার্যকর করলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের উপর রাজ্য সরকারের আর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। আপাতত রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে কাজ করে CEO-র দপ্তর। কিন্তু কমিশন চাইছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে স্বতন্ত্র করতে। যাতে রাজ্যের উপর তিনি আর্থিকভাবে নির্ভরশীল না হোন। স্বাধীনভাবে কর্মী নিয়োগের অধিকারও সেক্ষেত্রে থাকবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের হাতেই।

ওয়াকিবহাল মহলের মধ্যে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবেই এই পদক্ষেপ করতে চাইছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই মুহূর্তে বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। যাকে বলা হচ্ছে 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন'। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী-সহ অযোগ্য ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কমিশন। তারা বলেছে, যাতে শুধুমাত্র যোগ্য ভারতীয় নাগরিকরাই ভোটাদানের অধিকার পান সেটা নিশ্চিত করতেই এই সংশোধনী। বাংলার পর অন্যান্য রাজ্যেও এই বিশেষ সমীক্ষা করা হবে বলেই সূত্রের খবর।

(২ পাতার পর)

শিলিগুড়িতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে উদ্ধার ৫৬জন যুবতী

জিআরপি জিতেন্দ্র এবং চন্দ্রিকার খোঁজ লাগায়। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনেই আটক করা হয় দুজনকে। দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় দফায় দফায়। দুজনের কথাতেই মেলে অসংগতি। এরপর ওই ট্রেন থেকে নামানো হয় ৫৬ জন যুবতীকে। তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন জিআরপি থানায়।প্রত্যেকের বাড়িতে খবর দেওয়া হয় এবং নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়। নিউ জলপাইগুড়ি জিআরপি এবং আর পি এফ ওই ৫৬ জন যুবতীকে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনায় কলকাতার জিতেন্দ্র পাশওয়ান এবং চন্দ্রিকা নামে শিলিগুড়ির এক মহিলাকে আটক করেছে জিআরপি। দফায় দফায় চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। ব্যাঙ্গালোরে ওই যুবতীদের কোন কোম্পানিতে কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার কোন নথি দেখাতে পারেনি দুইজন। পাশাপাশি তাদেরকে বিহারের ট্রেনে কেন তোলা হলো? তারও কোন সদুত্তর মিলছে না। গোটা ঘটনার তদন্তে জিআরপি এবং আরপিএফ এর উচ্চ পদস্থ কর্তারা।

সম্পাদকীয়

আধার-ভোটার-রেশনকে 'মান্যতা' দিতে নারাজ কমিশন

আপনাকে যদি বলা হয়, আপনি যে নাগরিক সেই প্রমাণ জমা দিন। স্বাভাবিক নিয়মেই ভারতের নাগরিক হলে ভোটার কার্ড কিংবা নতুন সংযোজন হওয়া আধার কার্ডটা এগিয়ে দেবেন। হাতের কাছে একান্তই কিছু না পেলে রেশন কার্ড এগিয়ে দেবেন। কিন্তু যদি বলা হয়, এই কোনওটাই আপনার পরিচয় পত্র বা নাগরিক প্রমাণের অংশ নয়?আধার-ভোটার-রেশন সবই যখন 'বাতিল', তা হলে নাগরিকত্বের প্রমাণ কে দেবে? নির্বাচন কমিশন কিন্তু জন্ম শংসাপত্র জোর দিচ্ছে। বিহারে কত ভোটার বাদ যাবে সেই নিয়ে এখনও সম্ভবনাময় নানা সংখ্যা উঠে আসছে। তবে সবটাই সম্ভবনার জায়গায়। বিহার পেরিয়ে এই সমীক্ষা বাংলাতেও হওয়ার কথা। সীমান্ত লাগোয়া রাজ্যে যদি সমস্ত পরিচয়-নথি নাগরিকত্বের প্রমাণ থেকে বাদ যায়, তখন পরিস্থিতি কতটা চিন্তার হতে পারে, তা বলা বাহুল্য।এই কথা সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন আগেই বলেছে। তবে সেটা মৌখিক। এবার তারা যুক্তি দিয়ে সেই রেশন-আধার-ভোটার কেন নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, তা বুঝিয়ে দিল।

সোমবার দেশের শীর্ষ আদালতে একটি হলফনামা জমা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যাতে তারা বলেছে ভোটার তালিকার জন্য সমীক্ষায় আধার-ভোটার-রেশন, কোনওটাই গ্রহণ করা হবে না। এই তিন নথি ব্যবহারে কেন আপত্তি? সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছে তারা।

গোটা ঘটনার সূত্রপাত ১০ই জুলাই। মহুয়া-সহ বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কমিশনের বিহারে চালানো সমীক্ষার বিরুদ্ধে করা মামলার ভিত্তিতে শুনানি চলে সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে ওঠে সেই মামলা। সেখানেই কমিশন জানায়, আধার কার্ড পরিচয় প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অন্য বিষয়ের জন্য তার ব্যবহার সীমীত। আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। তবে পরিচয়ের প্রমাণ।

কমিশনের দাবি শোনার পর আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই সমীক্ষায় স্থগিতাদেশের কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু কমিশন আধার, ভোটার ও রেশন কার্ডকে সমীক্ষার নথি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। অর্থাৎ বিহারে যে সমীক্ষা চালাচ্ছে তারা। সেখানে ১১টি নথির মধ্যে এই আধার-ভোটার-রেশন কার্ডকে রাখার পরামর্শ দেয় আদালত।

এই ঘটনা দিন দশেকের মধ্যেই শীর্ষ আদালতে হলফনামা আকারে নিজেদের অবস্থান জানাল কমিশন। তাদের দাবি, সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আধার, ভোটার কিংবা রেশন কার্ড গণ্য হবে না। কিন্তু কেন হবে না? তার ব্যাখ্যায় কমিশন জানিয়েছে, সারা দেশে প্রচুর ভুয়ো রেশন কার্ড রয়েছে। সুতরাং, তার উপর ভিত্তি করে ভোটার তালিকা সংশোধন সম্ভব নয়। আর এই ভুয়ো ব বোগাস রেশন কার্ড তৈরি হয়েছে আধার কার্ডের সহায়তায়। অতএব সেটির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এমনকি, ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের পর থেকে যে আধার কার্ডগুলি দেওয়া হয়েছে, সেখানে এই সংক্রান্ত বিষয়ে স্পষ্ট সতর্কীকরণ রয়েছে বলেও হলফনামায় উল্লেখ করেছে কমিশন। ভোটার কার্ডে তোলা আপত্তির ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি, কোনও এক ব্যক্তির এপিক বা ভোটার কার্ড, তার বর্তমান অবস্থার প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি কমিশনের চোখে ভোটার। কিন্তু তিনি কীভাবে ভোটার হলেন? বৈধ নাকি অবৈধ পথে? সেই উত্তর ভোটার কার্ড দিতে পারে না। সেহেতু এটিকেও গণ্য করা হবে না।

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(এগারোতম পর্ব)

রাজস্থানে জয়ী নিত্যং প্রসন্না সর্বদেবতাঃ।

ওঁ হ্রীং ব্রহ্মানী ব্রক্ষ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্বমঙ্গলা।।

ইন্দ্রাণী অমরাবত্যামম্বিকা বরুণালয়ে।

যমালয়ে কালরুপা কুবেরভবনে শুভা।

মহানন্দাগ্নিকোণে চ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী।।

নৈঋত্যাং রক্তদন্তাচ ঐশান্যাং শূলধারিনী।

পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেবমোহিনী।

সুরসা চ মণিদ্বীপে লঙ্কায়াং ভদ্রকালিকা।।

রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তম।

বিরজা ঔড্রদেশে চ কামাক্ষ্যা নীলপর্বতে।।

কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী।

বারাণস্যামন্নপূর্ণা গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী।।

কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা।

দ্বারকায়াং মহামায়া মথুরায়াং মাহেশ্বরী।।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আমরা আমাদের ধর্ম নিয়ে গর্ব করি

সুদীপ চন্দ্র হালদার
সাহিত্যিক ও গবেষক

(দ্বিতীয় পর্ব)

প্রমাণিত।

অমল পুরাণে [শ্রীমদভাগবতম] ছাতা, পাদুকা, খাট, আগুন জ্বালানোর পদ্ধতি ইত্যাদির বর্ননা রয়েছে। তদ্রুপভাবেই, আমাদের অসংখ্য গ্রন্থে প্রাচীনকাল থেকেই সভ্য সমাজের জীবনযাপন করার উল্লেখ রয়েছে।

তবে, আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিজেদের মধ্যে কিছু বিভাজন রয়েছে, যেটা আমাদের অতীত গৌরবময় ইতিহাসকে অনেকাংশে ম্লান করে দিচ্ছে। এই বিভাজনের প্রধান কারন দুটো, যেমন-

১. উপাসনা পদ্ধতির তফাৎ ও

২. জাতি/বর্ণভেদ সংক্রান্ত বিষয় সমূহ।

অনন্ত চৈতন্যময় ভগবানের আরাধনা বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা যায়, এটা পবিত্র বেদ স্বীকৃত। একজন ভক্ত কী উপাসনা পদ্ধতি অবলম্বন করে ভগবানের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ভক্তিজলে প্রার্থনা করবেন যেটা নিতান্ত তাঁর নিজস্ব বিষয়;

ক্রমশঃ

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বই থেকে, আদিযুগের দুটি "কালী"মূর্তি

কালীর বর্তমান মূর্তিরূপের সুনির্দিষ্ট বিবর্তনকাল হিসেবে পালযুগকে চিহ্নিত করা যেতে পারে, আমার মতে। নবম শতকের আগে ছিল না,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভি-গার্ড লঞ্চ করেছে এয়ার উইজ সিরিজ: স্টাইলিশ, আইকনিক এবং শক্তি-দক্ষ বিএলডিসি ফ্যানের একটি নতুন যুগ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের শীর্ষস্থানীয় কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিক্যাল ব্র্যান্ড, ভি-গার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এয়ার উইজ সিরিজ লঞ্চ করেছে, যা ভারতীয় বাড়িতে আরাম, সুবিধা এবং স্টাইল উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা শক্তি-সাশ্রয়ী বিএলডিসি সিলিং ফ্যানের একটি অত্যাধুনিক রেঞ্জ। এই লাইনআপে চারটি মডেল রয়েছে: এয়ার উইজ লাইট, এয়ার উইজ প্রাইম, এয়ার উইজ প্লাস এবং এয়ারউইজ এন। এই প্রতিটি মডেল বিভিন্ন জীবনযাত্রার চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। শক্তিশালী কর্মক্ষমতা এবং মসৃণ নান্দনিকতার সমন্বয়ে, এয়ার উইজ ফ্যানগুলি মাত্র 35 ওয়াট শক্তি খরচ করে একটি শক্তিশালী মোটর দ্বারা চালিত 370 আরপিএমের সর্বোচ্চ গতি প্রদান করে, যা শক্তি দক্ষতা এবং উচ্চ-গতির বায়ুপ্রবাহ প্রদান করে। সর্বশেষ রেঞ্জে রয়েছে একটি উন্নত ধুলো-প্রতিরোধী আবরণ যা ধুলো জমা কমায়—পরিষ্কার বাতাস নিশ্চিত করে, শীতকালে রিভার্স মোড অপারেশন, লো মেনটেনেন্স এবং উচ্চতর কুলিং দক্ষতা।

আধুনিক অনুরাগীদের জন্য ডিজাইন করা, মার্জিত ডিজাইনের সাথে ম্যাট এবং গ্লসি ফিনিশের সাথে মিশ্রিত, এই ফ্যানগুলি সমসাময়িক অভ্যন্তরীণ ইন্টেরিয়রকে স্টাইল এবং সফিস্টিকেশনের সাথে পরিপূরক করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ভি-গার্ডের অত্যাধুনিক রুরকি ফেসিলিটি তে তৈরি, যেটি 2.25 লক্ষ বর্গফুট জায়গা জুড়ে বিস্তৃত, ভি-গার্ডের গুণমান এবং উদ্ভাবনের প্রতি নিষ্ঠার উদাহরণ। এই পাখাগুলি কার্যকরী বিস্ময়ের মতোই একটি বিবৃতির অংশ। রিমোটের মাধ্যমে অনায়াসে নিয়ন্ত্রিত, এটি 4 বা 8 ঘন্টা পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হওয়ার জন্য সুবিধাজনক টাইমার সেটিংস অফার করে - ঘুমের সময় বা দীর্ঘক্ষণ ব্যবহারের সময় এনার্জি সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত। বিপরীত ঘূর্ণন, চারটি স্বতন্ত্র বায়ু মোড এবং একটি বিস্তৃত ভোল্টেজ রেঞ্জ (90V–300V) সহ, সর্বশেষ রেঞ্জটি ব্যতিক্রমী বহুমুখিতা এবং কর্মক্ষমতা প্রদান করে।

এয়ার উইজ লাইট, ফ্ল্যাগশিপ মডেল, একটি অন্তর্নির্মিত আন্ডার-লাইট সহ আসে যা যেকোনো ঘরে উজ্জ্বলতা এবং আরাম উভয়ই যোগ করে। এয়ার উইজ প্রাইমে একটি স্টাইলিশ ইউআই এলইডি ইন্ডিকেটর রয়েছে যা ফ্যানের গতি দেখায়। দুটি মডেলই 19টি প্রাণবন্ত রঙে পাওয়া যায়, যার মধ্যে কাঠের ফিনিশও রয়েছে, যা মডার্ন হোমডেকোরের সাথে ম্যাচ করে এবং আজকের গ্রাহকদের পছন্দের সাথে মানানসই।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিকাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(৩ পাতার পর)

নবদ্বীপ আদালতের সশরীরে হাজিরা দিয়ে জামিন নিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং

নিলেন। ২০২০ সালের ১৭ ই জুলাই নবদ্বীপ থানায় ১৮৮, ১৮৬, আই পি সি ধারায় কেস হয়। ভালুকা বটতলায় একটি মিটিং করেছিলেন।সেই কেসের আজ তিনি জামিন নিলেন। জামিন নেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখী হয়ে রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। ১৭৪ টা মামলা আছে সমস্ত থানায় ঘুরে ঘুরে জামিন নিতে হচ্ছে, মমতা দিদি এটি খুব ভালো পারেন বিরোধীদের কেস দিতে। এর পাশাপাশি কাঞ্চন মল্লিকের বিল নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। জঙ্গি বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন এরাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক জঙ্গি ধরাপড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে। রাজ্য সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন মমতা ব্যানার্জীর পুলিশ কোন কাজ করছে না। জঙ্গিদের জায়গা এই পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশের অনুপ্রবেশদের এই জায়গা ঘাঁটি। ২০২১ সালে ১২০০ অনুপ্রবেশ কারী ধরেছে ২০২৪ ও অনেক ধরা হয়েছে। কিন্তু সরকার দায়ী করছে বিএসএফকে। বিএসএফের যারা কর্মরত তারা ভয় পান মমতা দিদিকে, গালাগালি করেন, কেস দিয়ে দেন। এই কারণে বিএসএফ ধরলেও ১৫ দিনের মধ্যে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কারণ তারা দু বছরের জন্য চাকরি করতে আসেন এই বাংলায়।

বাংলাদেশে যে হিন্দুদের উপর নির্যাতন হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম আসলে কি ঠিক হয়ে যাবে এই প্রশ্ন করা হলে তার উত্তরে তিনি বলেন বিষয়টা সমস্ত আলোচ্য বিষয়ক,কারণ সমস্ত দেশ নিয়েই এই অনুপ্রবেশকারীর বা সনাতনী হিন্দুদের উপর অত্যাচার করা এটা ঠিক নয়। ভারতবর্ষের মোদি সরকার যে পদক্ষেপ নিচ্ছেন আশা করা যাচ্ছে হিন্দু নিধন বন্ধ করা সম্ভব হবে।আর অনুপ্রবেশকারীদের একদিনের মধ্যে তো আটক করা যাবে না সময় লাগবে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে।

"মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জীবদ্দশায় কোনওদিন বিজেপিমুক্ত ভারত, বিজেপিমুক্ত কেন্দ্রীয় সরকার দেখে যেতে পারবেন না।”- শমীক ভট্টাচার্য

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে একে একে পয়েন্ট তুলে মমতা আক্রমন করেন বিজেপিকে। আর সন্ধ্যায় ধরে ধরে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। সেই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, “আমরা মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি শতায়ু হোন। কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জীবদ্দশায় কোনওদিন বিজেপিমুক্ত ভারত, বিজেপিমুক্ত কেন্দ্রীয় সরকার দেখে যেতে পারবেন না।” পরে তিনি বলেন," আমাদের লড়াই, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই। বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই। সীমাহীন লোভ ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লড়াই। ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্থা করা হচ্ছে বলে সরব

হয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তিনি। এই নিয়ে শমীক বলেন, “তৃণমূল কংগ্রেস বাংলা ভাষাকে আক্রমণ করছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আক্রমণ করছে তৃণমূল। ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।”

হেনস্থা করা হচ্ছে বলে সরব হয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তিনি। এই নিয়ে শমীক বলেন, “তৃণমূল কংগ্রেস বাংলা ভাষাকে আক্রমণ করছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আক্রমণ করছে তৃণমূল। ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।”

মুখ্যমন্ত্রীকে জবাব দিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী বাঙালির উপর আক্রমণের কথা বলেন। বলছেন, জলের লাইন কেটে দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ হয়েছে। কারণ সেখানে দিল্লিতে বিজেপি সরকার রয়েছে। যারা আদালতের নির্দেশকে মান্যতা দেয়। একটি লাইন থেকে যেভাবে বিদ্যুৎকে ছড়ানো হয়েছিল, আদালতের নির্দেশে তা কাটা হয়।” তারপরই তিনি বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, বাঙালিকে তাড়াতে চায়। যারা ওপারে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে আবার এপারে এসে ঢুকছে। আমরা তাদের চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে চাই। সিপিএমের আমল থেকে যেভাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় নাম তোলা হয়েছে, রেশন কার্ড পাইয়ে দেওয়া হয়েছে, খাস জমি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই একই পথ অনুসরণ করে তৃণমূল কংগ্রেস আরও কদর্যভাবে পশ্চিমবঙ্গে তা বাস্তবায়িত করছে।

(২ পাতার পর)

নীতিশ কুমার হতে পারেন ভারতের ১৫তম উপ-রাষ্ট্রপতি! এনডিএ-তে জোর জল্পনা

গৃহীত করেছেন ।

আগাম নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় নিয়ম অনুযায়ী হারিবংশ নারায়ণ সিং দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সভাপতি হিসেবে রিষার্ভে রবীজ চালাবেন ।

কি ঘটনা ঘটছে গত ২৪ ঘণ্টায়?

ধনখড় নিজে জানান, গত ১২ দিন আগে তিনি বলেছেন ২০২৭ পর্যন্ত থাকতে চান, “দিব্য হস্তক্ষেপ না হলে”—কিন্তু হঠাৎ তাঁর মাঝ-মেয়াদি পদত্যাগ জনতাকে অবাক করেছে ।

ভারতের India Today-এর মতামত মতে, “বিহার ভোট কৌশল” অথবা "BJP-এর পরিকল্পিত পরিকল্পনায় নীতিশের রোডম্যাপ" থাকতে পারে ।

নীতিশ কুমারের নাম পরবর্তী সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে?

ধনখড়ের পদত্যাগের সঙ্গে সমান্তরালে সোশ্যাল মিডিয়ায় উত্তাপ—নেতাজির, বিশেষ করে বিহার থেকে নীতিশ কুমার-এর নাম ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে জোরেশোরে উঠছে ।

Free Press Journal–এর প্রতিবেদনে X (Twitter)-এ দেখা গেছে: **“बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देश का अगला उपराष्ट्रपति बनना तय...”**

Publicmitra.com–এর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ NDA-ভিত্তিক কৌশলের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

নীতিশ কুমার, যিনি বিহারের দীর্ঘসময়ের মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর নির্দিষ্ট ভোটব্যাঙ্ক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার কারণে NDA–তে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছেন ।

রাজনীতি বিশ্লেষকেরা বলছেন—নেতাজির যদি ভাইস প্রেসিডেন্ট হন, তাহলে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই জায়গাতেই OBC/EBC ভোটে NDA-র অবস্থান দৃঢ় হতে পারে।

এছাড়াও, এ ধরণের কৌশল “অপারেশন বিহার” নামেও চিহ্নিত।

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে—তারমানে অক্টোবরের মধ্যে ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ।

যদিও নীতিশের নাম সবচেয়ে বেশি জোরে উঠছে, তবে এখনো NDA কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি ।

জাগদীপ ধনখড় ২১ জুলাই পদত্যাগ করেছেন—স্বাস্থ্যজনিত কারণ দেখে ।

হারিবংশ নারায়ণ সিং সাময়িক দায়িত্ব গ্রহণ করছেন ।

নেটিজেন ও মিডিয়া পরবর্তী সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে নীতিশ কুমার-এর নাম উল্লেখ করছে—এতে একটি রাজনৈতিক কৌশলের ছাপ পাওয়া যাচ্ছে ।

N D A এখন আলোচনার পর্যায়ে—৬০ দিন সময় আছে, তাই অক্টোবরের মধ্যে ফলশ্রুতি আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

রামশঙ্কর যেমন বলছেন—নীতিশ যেহেতু আগামী বিহার ভোটে NDA-র মুখ, ভাইস প্রেসিডেন্ট করে তাঁকে কেন্দ্রে না রেখে অন্য কৌশল চালানো হয়নি?

।অন্যদিকে কংগ্রেস–RJD মন্তব্য করেছে—“BJP এর কৌশল, Nitish কে কেন্দ্র থেকে সরিয়ে VP তে বসানো হচ্ছে, যাতে বিহারে কেন্দ্রীয় প্রভাব অব্যাহত রাখা যায়” ।

একদিকে আছে ধনখড়ের হঠাৎ পদত্যাগ; অন্যদিকে—নীতিশ কুমারের রাজনৈতিক মামলা ও সোশ্যাল মিডিয়া মিশ্রণে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে তাঁর সম্ভাবনা দিনদিন বাড়ছে। তবে NDA–এর আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত এবং নির্বাচন না হওয়া স্বাপেক্ষে কিছুই নিশ্চিত নয়। আগামী ৬০ দিনের মধ্যে যা ঘটবে, তা জাতীয় রাজনীতির দিক পরিবর্তণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে

সিনেমার খবর

‘ডন-৩’ সিনেমায় শাহরুখ ফিরছেন কোন চরিত্রে?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের আলোচিত সিনেমা ‘ডন ৩’ নিয়ে চমকের কোনও শেষ রাখছেন না পরিচালক ফারহান আখতার।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি লিখেছে-‘ডন ৩’ সিনেমায় ক্যামিও চরিত্রে ফিরতে চলেছেন খান শাহরুখ। তবে সেটি কোনো সাদামাটা ক্যামিও চরিত্র হবে না। শাহরুখের জন্য ‘গ্র্যান্ড ক্যামিও’র পরিকল্পনা করেছেন ফারহান। এছাড়া সিনেমায় একটি বিশেষ চরিত্রে ফিরতে পারেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও।

১৯৭৮ চিত্রনাট্যকার সেলিম খান-জাভেদ আখতার জুটির হাত ধরে কাল্পনিক 'ডন' চরিত্রটি তৈরি হয়েছিল। সে চরিত্রটিতে অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ বচ্চন। ২০০৬ সালে শাহরুখের হাত ধরে নতুন 'ডন' তৈরি হয়। সেবার ‘ডন: দ্য চেজ বিগিনস এগেইন’ সুপারহিট হওয়ার পর শাহরুখকে নিয়েই সিকুয়েল মুক্তি পায় ২০১১ সালে। আসে ‘ডন ২: দ্য কিং ইজ ব্যাক’ নামের সিনেমা। এরপর থেকে এই সিরিজের আরেকটি সিনেমার প্রত্যাশা ছিল দর্শকদের।

এবারে ‘ডন’ সিনেমার নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে রাণবীর সিংকে দিয়ে। পালাবদলের এই অধ্যায়ে নায়িকা হিসেবে শুরুতে আসে কিয়ারা আদভানির নাম। দর্শকরাও ভাবলেন, শাহরুখ-প্রিয়াঙ্কার চরিত্রে বুঝি পাওয়া যাবে রাণবীর-কিয়ারাকে।কিন্তু এরপর খবর আসে কিয়ারা রাজি নন। তখন শোনা যায় ‘আদিপুরুষ’ সিনেমার জানকি চরিত্রে কৃতি শ্যানন আগ্রহী কাজ করার জন্য। কিন্তু সেই কৃতিও বাদ হয়ে যান।

ইন্ডিয়ান সংবাদমাধ্যমগুলো তখন বলেছিল, রাণবীরের বিপরীতে দেখা যেতে পারে দীপিকা পাড়ুকোনকে। কিন্তু এর মধ্যে দীপিকা কন্যা সন্তানের মা হয়েছেন। ফের কিয়ারার নাম আসলেও এই অভিনেত্রীও আছেন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে।

পরে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলেছে, ‘ডন ৩’ সিনেমায় রাণবীরের নায়িকা হতে চলেছেন শর্বরী ওয়াগ। নতুন আরেকটি খবর হল সিনেমার খল অভিনেতা হবেন বিক্রান্ত ম্যাসি।

শাহরুখ এখন ব্যস্ত আছেন তার আগামী সিনেমা ‘কিং’ এর দৃশ্যধারণের কাজ নিয়ে। ওই কাজ গুছিয়ে নিয়ে ডনের শুটিং সারবেন তিনি। সিনেমা মুক্তি পেতে পারে আগামী বছরে।

হাসপাতালে ভর্তি কিয়ারা আদভানি

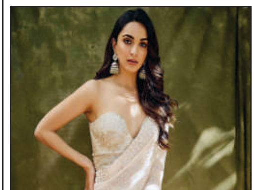

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি হঠাৎ করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মেট গালায় গর্ভবতী অবস্থায় অংশ নিয়ে নজর কাড়ার পর থেকে বেশ আড়ালেই ছিলেন তিনি। মাঝেমধ্যে বাইরে এলেও থাকতেন ছাতার আড়ালে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

সাম্প্রতিক সময়ে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, স্বামী সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও শাশুড়ির সঙ্গে মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে প্রবেশ করছেন কিয়ারা। ভিডিওতে সিদ্ধার্থ ছাতা দিয়ে স্ত্রীকে আড়াল করার চেষ্টা করেন। কিয়ারা ঢিলেঢালা হলুদ রঙের শার্টে ছিলেন এবং দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তিনি ভর্তি হচ্ছেন।

ভিডিওতে সিদ্ধার্থের মুখে চাপা উদ্বেগ স্পষ্ট ছিল, যদিও তাঁর মা হাসিমুখেই হাসপাতালে প্রবেশ করেন। কিয়ারার বাবাকেও সেখানে উপস্থিত দেখা গেছে।

এই ভিডিও ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে জল্পনা। অনেকেই মনে করছেন, খুব শিগগিরই সুখবর আসতে চলেছে – হয়তো সন্তান জন্মের মুহূর্ত চলে এসেছে। কেউ কেউ আবার বলছেন, এটা হতে পারে কেবল রুটিন চেকআপ। তবে আসল বিষয়টি খুব শিগগিরই পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে ধারণা।

প্রসঙ্গত, ‘শেরশাহ’ সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে প্রেমে পড়েন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদভানি। দীর্ঘ প্রেমের পর ২০২৩ সালে রাজকীয় আয়োজনে তারা বিয়ে করেন। চলতি বছরের মার্চে তারা জানান, তাদের ঘরে আসছে নতুন অতিথি। এরপর থেকেই ভক্তরা অধীর অপেক্ষায় দিন গুনছেন।

অনুপ্রেরণার আলো ছড়ালেন হৃতিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চক্ষুদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলিউডি অভিনেতা হৃতিক রোশান। এ সিদ্ধান্ত অভিনেতা বহু আগেই নিয়েছিলেন, এবার সেরেছেন আনুষ্ঠানিকতা। মৃত্যুর পর চক্ষুদানের জন্য নিবন্ধণ করেছেন তিনি।

যদিও প্রথমে কাউকে কিছু জানাতে চাননি এ তারকা অভিনেতা। পরে চক্ষুদানের জন্য অন্যকে উৎসাহিত করতে এই খবর সামনে এনেছেন তিনি। বছর কয়েক আগে ‘কাবিল’ সিনেমায় হৃত্বিক এক অন্ধ ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

অভিনয় জীবনের ২৫ বছর পার করে ফেলেছেন তিনি। এবার ‘কৃশ ৪’ দিয়ে পরিচালনায় আসছেন, সেখানে হৃত্বিক নিজেও অভিনয় করবেন। তার ভাষ্য, “কৃশ ৪ এর মাধ্যমে এমন কিছু হতে চলছে যা আগে বলিউডে হয়নি। আশা করি সিনেমাটি দর্শকদের ভালো কিছু অভিজ্ঞতার যোগান দেবে।"

পর্দায় অভিনেতা হিসেবে আসার আগেই হৃত্বিক তার বাবার 'খুদগার্জ', 'কিং আঙ্কল', 'করণ অর্জুন' এবং 'কয়লা' সিনেমায় সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন।

২০২৬ সালের শুরুতে ‘কৃশ ৪’ এর শুটিং শুরু হবে। তবে সিনেমাটি কবে মুক্তি পাবে, সে বিষয়ে এখনো জানা যায়নি। এছাড়া চলতি বছরে মুক্তি পেতে চলছে হৃত্বিকের ‘ওয়ার ২’।

গাভাস্কারের মুখে আবার 'স্টুপিড!' — এবার কার উদ্দেশে?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত বছরের ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে রিশাভ পান্তের আউট হওয়ার ধরনে চটে গিয়ে 'স্টুপিড! স্টুপিড! স্টুপিড!' বলেছিলেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার। উচ্চারণগুলি ছিল রাগের। আর তা যে পান্তের জন্য সেটাও ছিল পরিষ্কার।

পরে ইংল্যান্ড সফরে অবশ্য তা বদলে যায়। পান্তের খেলা দেখে 'সুপার্ব, সুপার্ব, সুপার্ব' বলতে বাধ্য হন গাভাস্কার। তবে এবার ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টেস্টে লর্ডসে আবার সেই 'স্টুপিড' শব্দটি শোনা গেল তার মুখে। এবার কাকে বললেন তিনি?

এ বার অবশ্য কোনও ক্রিকেটার গাভাস্কারের নিশানায় ছিলেন না। তিনি নিজেকেই বোকা বলেছেন। তার কারণও রয়েছে। লর্ডসে তৃতীয় দিন চা বিরতির সময় সঞ্চালক সঞ্জনা গণেশনের সঙ্গে কথা বলছিলেন গাভাস্কার। বিরতির কিছুক্ষণ আগে বেন স্টোকসের

একটা বল নীতীশ রেড্ডির হেলমেটে লাগে। সেই বিষয়েই কথা হচ্ছিল দুইজনের মধ্যে। সঞ্জনা গাভাস্কারকে তার খেলার সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন। কীভাবে বিনা হেলমেটে গাভাস্কার ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসারদের সামলেছেন সেই অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চান তিনি।

গাভাস্কার জানান, তিনি প্রথমের দিকে খালি মাথায় খেললেও ক্যারিয়ারের শেষ দিকে একটা হেডগিয়ার (কপাল ঢাকার আবরণ) পরতেন। তিনি বলেন, "শুরুর দিকে তো কিছুই পরতাম না। বলের দিকে নজর রাখতাম। বাউন্সার দিলে ঝুঁকে পড়তাম। তবে শেষ কয়েক বছর একটা হেডগিয়ার পরতাম। মাইক ব্রিয়ারলিকে কাউন্টি ক্রিকেটে পরতে দেখেছিলাম। ওকে দেখেই বানিয়েছিলাম। তাতে মাথা কিছুটা হলেও বাঁচত।"

হেডগিয়ার পরায় ম্যালকম মার্শালের একটা বল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। গাভাস্কার বলেন, "মার্শালের একটা বাউন্সার সোজা আমার কপালে লাগে। ব্যাট সরালেও মাথা সরাতে পারিনি। ভাগ্যিস হেডগিয়ার ছিল। নইলে এখানে বসে থাকতে পারতাম না।"

তবে সেই হেডগিয়ারও সারাক্ষণ পরতেন না গাভাস্কার। তিনি বলেন, "নতুন বল খেলার সময় হেডগিয়ার পরতাম। বল একটু পুরনো হলে খুলে রাখতাম।" তা শুনে সঞ্জনা বলেন, "আপনি খুব সাহসী ছিলেন।"

জবাবে গাভাস্কার বলেন, "কিংবা হয়তো স্টুপিড ছিলাম। স্টুপিড, স্টুপিড, স্টুপিড।" এ কথা বলে নিজের কপালের দিকে হাত দিয়ে দেখান তিনি। গাভাস্কারের কথা শুনে হেসে ফেলেন সঞ্জনা। সেখানে বসে থাকা মাইকেল ভনও হেসে ফেলেন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নাম লেখাল যে ১৫ দেশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালে ভারতে ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হবে আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবারের আসরে খেলবে মোট ২০টি দল। ইতোমধ্যেই ১৫টি দল নিশ্চিত করে ফেলেছে বিশ্বকাপের টিকিট।

সবশেষ ইউরোপ অঞ্চল থেকে গতকাল প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা পেয়েছে ইতালি। তাদের সঙ্গে টিকিট কেটেছে নেদারল্যান্ডসও। এর মাধ্যমে ইউরোপ থেকে দুই দল চূড়ান্ত হয়েছে।

স্বাগতিক দেশ হিসেবে সরাসরি খেলবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। গত বিশ্বকাপের শীর্ষ আট দল হিসেবে জায়গা নিশ্চিত করেছে: বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্র।

ভারত র‍্যাংকিংয়ে সেরা আটের মধ্যে থাকায় র‍্যাংকিং বিবেচনায় বাড়ানো হয়েছে একটি স্লট। সেখানে নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের সঙ্গে জায়গা পেয়েছে আয়ারল্যান্ড। আমেরিকা অঞ্চল থেকে বাছাই পেরিয়ে এসেছে কানাডা। ইউরোপ অঞ্চল থেকে এসেছে ইতালি ও নেদারল্যান্ডস। সব মিলিয়ে এই ১৫টি দল এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করেছে তাদের বিশ্বকাপ যাত্রা।

তবে, এখনো বাকি পাঁচটি স্লট। এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চল থেকে বাছাই পেরিয়ে টিকেট নিশ্চিত করবে এই পাঁচ দল। এশিয়ান অঞ্চল থেকে টিকেট পাবে তিনটি দল। আর আফ্রিকা থেকে দুটি দল।

যে ১৫ দেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিশ্চিত: ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, কানাডা, ইতালি ও নেদারল্যান্ডস।

ক্লাব ফুটবলে নেই আগ্রহ, অন্য কিছুতে নজর ডাচ কোচের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রাণঘাতী ক্যান্সারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর সেরে উঠেছেন লুই ফন খাল। এবার ফিরতে চান স্বাভাবিক জীবনে। একই সঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব আবারও নিতে চান কোচিংয়ের চ্যালেঞ্জ।

তিন বছর আগে ফন খাল নিজেই জানিয়েছিলেন, প্রোস্টেট ক্যান্সারে ভুগছেন তিনি। তবে সম্প্রতি একটি ডাচ টেলিভিশনের টক শোতে জানান, এখন সুস্থ তিনি।

ফন খাল যখন অসুস্থতার কথা জানিয়েছিলেন, তখন তিনি নেদারল্যান্ডস জাতীয় দলের কোচ ছিলেন। তবে ২০২২ বিশ্বকাপের পর থেকে কোচিংয়ের বাইরে আছেন তিনি। দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা ও পুনর্বাসন শেষে এবার তাই ফুটবলের দৈনন্দিন ব্যস্ততায় ফেরার ইচ্ছা এই ডাচ কোচের।

তিনি জানান, "দুই বছর আগে আমার কয়েকটি অস্ত্রোপচার করা হয়। তখন আমার অবস্থা খারাপ ছিল। তবে (চিকিৎসা) শেষ পর্যন্ত কাজ করেছে। কয়েক মাস পর পর আমার চেক-আপ করা হয়েছে এবং সবকিছু ভালোভাবে যাচ্ছে। দিন দিন আমি আরও ফিট হয়ে উঠছি।"

দীর্ঘ কোচিং ক্যারিয়ারে ৭৩ বছর বয়সী ফন খাল তিন দফায় নেদারল্যান্ডস জাতীয় দলের এবং দুই দফা করে ক্লাব বার্সেলোনা ও আয়াক্সের কোচ ছিলেন। এছাড়া বায়ার্ন মিউনিখ ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো দলেও কোচ ছিলেন তিনি। তবে এখন কোনো ক্লাবের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নন ফন খাল। কোচিং করাতে চান কোনো শীর্ষ পর্যায়ের জাতীয় দলে।

বর্তমানে ডাচ ক্লাব আয়াক্সের বিশেষ পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন কোচিং ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে দলটির হয়ে তিনটি লিগ ও একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী ফন খাল। এছাড়া বার্সেলোনা ও বায়ার্ন মিউনিখেও লিগ শিরোপা জিতেছেন তিনি। এই তিন দলের হয়ে আরও অনেক ট্রফি জয়ের অভিজ্ঞতাও আছে তার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR